কালের কণ্ঠ

তারিখ ২২ SEP 2015
পৃষ্ঠা ২০ ... ২

রাজধানীতে মেডিক্যালে ভর্তীচ্ছুদের ওপর চড়াও পুলিশ

■ ফল বাতিল চেয়ে রিট খারিজ

■ আজ প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে রাজধানীতে আন্দোলনরত মেডিক্যালে ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয়েছে পুলিশ। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও অবরোধ কর্মসূচি ছিল। সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা প্রেসক্লাবের গেটে জড়ো হলে প্রথমে সরে যেতে বলে পুলিশ। পরে তারা প্রেসক্লাবের বিপরীত দিকের ফুটপাতে অবস্থান নিয়ে মানববন্ধনের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু সেখানেও কর্মসূচি পালনে পুলিশ বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এ সময় তিনজন শিক্ষার্থীকে আটকও করে পুলিশ। পরে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে অবস্থান নেয়।

তবে আটককৃত তিন শিক্ষার্থী সাব্বির আহমেদ, মশিউর রহমান ও সুমনকে বিকেল ৩টায় ছেড়ে দেয় পুলিশ। এরপর বিকেল ৪টা পর্যন্ত শহীদ মিনারে অবস্থান করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জাতীয়

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

বিকল্প পথে টার্গেট পূরণ! ▶ পৃষ্ঠা ৩

রাজধানীতে মেডিক্যালে ভর্তীচ্ছুদের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, ১১টায় সংবাদ সম্মেলন এবং ১২টায় প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে আইনগত কোনো বাধা রইল না।

জানা যায়, গত শুক্রবার মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগের দিন থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এমনকি র‍্যাব প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে দুটি অভিযানে সাতজনকে গ্রেপ্তারও করে। সব মহল থেকেই এই পরীক্ষার ব্যাপারে অভিযোগ ওঠে। এর পরও পরীক্ষা গ্রহণের এক দিন পর গত রবিবার পরীক্ষার ফল দেওয়া যায়। এবার ভর্তি পরীক্ষায় ৮২ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৪৮ হাজার ৪৪৮ জন। গড় পাসের হার ৫৮.৪ শতাংশ। অথচ গতবার পাস করেছিল মাত্র ৩৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। ৬৬ হাজার ৯৮৭ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছিল ২২ হাজার ৭৫৯ জন। এবার সর্বোচ্চ ৯৪.৭৫ এবং সর্বনিম্ন ৭৭.৪০ নম্বর পেয়ে সরকারি মেডিক্যাল-ডেন্টালে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। অথচ গত বছর ৫৭.৫ শতাংশ নম্বর পেয়েও সরকারি মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রশ্ন ফাঁসের কারণেই কিছু শিক্ষার্থী অনেক বেশি নম্বর পেয়েছে। যারা সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে তাদের অনেকেই মেধাবী না হলেও প্রশ্ন ফাঁসের কারণে ঠিকই সুযোগ পাচ্ছে। এই প্রশ্ন ফাঁস না হলে কখনোই এত নম্বর ওঠানো সম্ভব হতো না। তাই এই ফল বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া উচিত।

এদিকে গতকাল রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, 'যদি মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে থাকে তবে আবার সেই পরীক্ষা নেওয়া হোক। অভিযোগ ওঠার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার দেখাল। এটা যদি ঠিক থাকে তবে কিভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে? দুই মন্ত্রণালয়ের (স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) মন্ত্রীর বিষয়টি ভাবা উচিত।'

গতকাল শহীদ মিনারে অবস্থানের সময় 'মেডিক্যালের প্রশ্ন ফাঁসে, আমাদের স্বপ্ন গেল ভেসে', 'উই ওয়ান্ট রি-এক্সাম', 'প্রশ্ন ফাঁস হলে জাতি কিভাবে মানুষ হবে' ইত্যাদি স্লোগান দেয় শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী খালেদ সাইফুল্লাহ তাঁর ছেঁড়া শার্ট দেখিয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা খুবই শান্তিপূর্ণভাবে প্রেসক্লাবের সামনের ফুটপাতে অবস্থান করছিলাম। পুলিশই আমাদের উল্টো পাশে সরে যেতে বলেছিল। এর পরও আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়। ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়। পুরুষ পুলিশরাই নারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধাক্কা দেয়। একজনের মাথাও ফেটে গেছে।'

মোতাহার আহমেদ নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমি পরীক্ষায় ৭০ পেয়েছি। এর পরও সরকারি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাইনি। যারা প্রশ্ন পেয়েছে তারা স্বাভাবিকভাবেই আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। আমার আগে থেকেই স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। প্রশ্নফাঁসের কারণে সেই স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেল।'

সাবরুল ইসলাম নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমরা ন্যায্য দাবি নিয়ে এসেছি। প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিকার চাই। অথচ পুলিশ আমার শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছে। এমনকি আমার ব্যাগটাও নিয়ে গেছে।'

উর্মি আকিদা নামের এক অভিভাবক বলেন, 'অনেক স্বপ্ন ছিল, [illegible] ডাক্তার বানাব। যদি অনৈতি[illegible] মেয়ের হাতে ফাঁসকৃত প্রশ্ন তুলে দিতাম তাহলে কিন্তু ঠিকই চান্স পেত। আমার মেয়ে পাস করলেও তাকে বেসরকারিতে পড়ানোর সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এখন স্বপ্নকেই মাটি দিতে হবে।'

ফল বাতিল চেয়ে রিট খারিজ : প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জে এন দেব চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ গতকাল রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে সরাসরি খারিজ করে দেন। ফলে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে আইনগত কোনো বাধা রইল না।

আদালতে গতকাল রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন রিটকারী আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ নিজেই। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী জিনাত হক। আদেশের পর কাজী জিনাত হক সাংবাদিকদের বলেন, ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিল করে ফের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে করা রিট আবেদনটি আদালত সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করতে আইনগত কোনো বাধা রইল না।

এর আগে গত রবিবার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিল এবং নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট অবেদনটি দায়ের করেন ইউনুস আলী আকন্দ। রিটে ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও নতুন করে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্যও আদালতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল।